(১০)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২০।৩।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... । কলাম ... । ...

018

পরীক্ষায় দুর্নীতি

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কিছুসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকের যে অবক্ষয়ী চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা খুবই লজ্জা ও দুঃখজনক। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে এ পর্যন্ত হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে, নকলে সহযোগিতা ও নকল সরবরাহ করার অভিযোগে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ১৪ জন শিক্ষককে। একজন হেডমাস্টার ১৪ জন পরীক্ষার্থীর ফীসের টাকা মেরে দেওয়ায় তারা পরীক্ষা দিতে পারছে না। পরীক্ষায় নকলবাজির যে অবসান ঘটেনি এবং একশ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষকের মন-মানসিকতা যে দুর্নীতির কীটে ছেয়ে আছে এসব ঘটনা তারই প্রমাণ।

শিক্ষক শব্দটির সঙ্গে শ্রদ্ধার একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা জড়িত। মানুষ বানাবার কারিগর শিক্ষক সমাজ সব যুগে, সব দেশে এবং সব ধরনের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। তাদের পবিত্র পেশা এবং সামাজিক দায়িত্বই শিক্ষকদের এই বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপারে একশ্রেণীর শিক্ষকের কারবার-সারবার দেখে মনে হচ্ছে, তারা তাদের পেশার পবিত্রতা ও মর্যাদার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করে, নকলে সহযোগিতা দিয়ে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে, খাতা বদলিয়ে, নম্বরের হেরফের ঘটিয়ে, পরীক্ষার ফীসের টাকা মেরে এবং টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের এলাউ করে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশকে তারা কলুষিত করে তুলেছেন। শিক্ষকতা ও জ্ঞানদানের ব্রত বাদ দিয়ে তারা বেচা-কেনার হাটে লাভের বেসাতি জুড়ে বসেছেন। তাদের এই বণিকবৃত্তি ও নৈতিক অধঃপতন দেশের সমগ্র শিক্ষক সমাজের মুখে চুনকালি লেপে দিচ্ছে; গুটিকয়েকের দোষে কলঙ্কিত হচ্ছে গোটা শিক্ষক সমাজ।

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখা, শিক্ষাঙ্গনের উন্নয়ন এবং শিক্ষকতা পেশার বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে নকলবাজি ও দুর্নীতির অবসান সবারই কাম্য এবং একান্ত জরুরী। ছাত্র, শিক্ষক, জনসাধারণ ও সরকার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এ কাজ করা মোটেই কঠিন হবে না। এর জন্য সবার আগে দরকার সব শিক্ষায়তনে নিয়মিত ও যথাযথ পড়াশোনার নিশ্চয়তা বিধান করা। শিক্ষকরা যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন, তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার অধিকারী লোকদেরই শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থা। শিক্ষা, ছাত্রসমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এসব ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার।